ব্রজধামে

ত্রিদণ্ডীস্বামী
শ্রীমদ্ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ

ভজন-কুটীর,
বৃন্দাবন

ব্রজধামে

ত্রিদণ্ডীস্বামী
শ্রীমদ্ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ

ভজন-কুটীর,
বৃন্দাবন

প্রথম সংস্করণ

১৯৭০

সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত

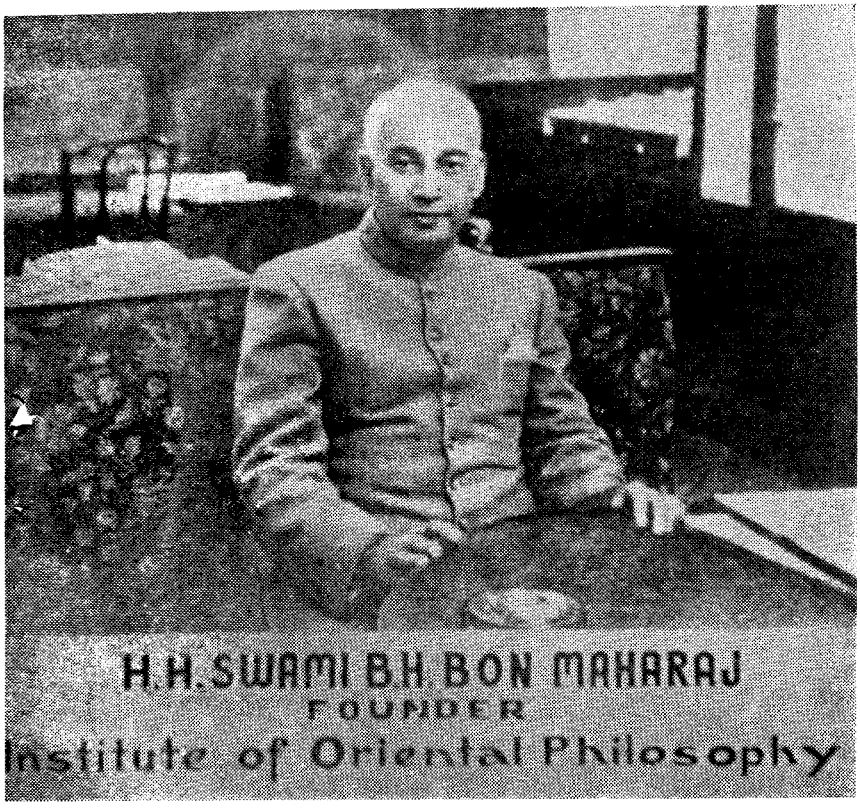

ত্রিদণ্ডীস্বামী

শ্রীমদ্ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ

ব্রজধামে

পূর্ব্বাভাষ

১৯২৬ সনে নৈমিষারণ্যে থাকাকালে আমি আমার ব্যক্তিগত ভজন-জীবন-সম্বন্ধে মদীয় চিরারাধ্য গুরুদেব শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদকে কতিপয় জিজ্ঞাসা জানাইলে তিনি কৃপাপরবশ হইয়া আমাকে "বিলাপ-কুসুমাঞ্জলী" ও "শ্রীগান্ধর্ব্বাষ্টক" পড়িতে বলেন। পরবর্ত্তীকালে ১৯২৭ সনে শ্রীধাম মায়াপুরে পারমার্থিক প্রদর্শনীতে "শ্রীরূপ-শিক্ষা" এবং "শ্রীরাধাকুণ্ডতট" প্রকাশ করিবার জন্য তিনি আমাকে আদেশ করিয়া "শ্রীগোবিন্দ-লীলামৃত" গ্রন্থ পড়িতে বলেন। পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদের ভজনস্থলী অভিন্ন "ব্রজপত্তন" শ্রীচৈতন্য-মঠে তদীয় কৃপাদেশে চিন্ময় রাধাকুণ্ডতটের উত্তর-তটে শ্রীললিতা সখীর কুঞ্জ, উত্তর-পূর্ব্ব কোণে শ্রীবিশাখা সখীর কুঞ্জ, পূর্ব্বতটে শ্রীচিত্রা সখীর কুঞ্জ, পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণে শ্রীইন্দুরেখা সখীর কুঞ্জ, দক্ষিণ তীরে শ্রীচম্পক-লতা সখীর কুঞ্জ, দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে শ্রীরঙ্গদেবী সখীর কুঞ্জ, পশ্চিমতটে শ্রীতুঙ্গবিদ্যা সখীর কুঞ্জ, এবং পশ্চিম-উত্তর

কোণে শ্রীসুদেবী সখীর কুঞ্জ—এই প্রধানা অষ্টসখীর কুঞ্জ রচনা, তথা শ্রীঅনঙ্গ মঞ্জরী প্রভৃতি প্রধানা অষ্ট-মঞ্জরীর ও শ্রীরূপ-রতি-বিলাসাদি ষোড়শ প্রিয়নর্ম্ম মঞ্জরীর কুঞ্জ এবং চতুঃষষ্টি উপমঞ্জরীগণের কুঞ্জ রচনা করিয়া শ্রীললিতা সখীর বিশাল কুঞ্জে তদীয়-গণে-গণিত শ্রীরূপ মঞ্জরীর অনুগত মদীয় গুরুবর্গের নিত্য-সিদ্ধসেবা প্রকাশ করিবার আর্ত্তি জানাইলে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ স্বীয় নিত্যসিদ্ধ পরিচয় জানাইয়া এই দীনজনের নিত্য-সেবা-প্রণালীর ইঙ্গিত করেন। তিনি আরও বলেন—

"নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়।
শ্রবনাদি শুদ্ধ চিত্তে করয়ে উদয়॥"
"সাধনে ভাবিবে যাহা, সিদ্ধিতে পাইবে তাহা"
"ব্রজে রাধাকৃষ্ণ সদা মানসে সেবিবে।"

তাঁহারই আশীর্ব্বাদ-স্বরূপ আমার এই বার্দ্ধক্যে সপরিকর শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের নিশান্তে-প্রাতে-পূর্ব্বাহ্নে-মধ্যাহ্নে-অপরাহ্নে-প্রদোষে-রাত্রি প্রথমযামে-মধ্যরাত্রে—এই অষ্টকাল-নিত্যলীলায় আমার চিন্ময় ও অপ্রাকৃত সেবা অর্পণ করিতেছি।

শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের অপ্রাকৃত লীলায় নিজ সেবা অর্ঘ্যই ভজন জীবন। কেবল লীলা-স্মরণে ভজন পুষ্ট হয় না। শ্রীনামের জপ-কীর্ত্তন মুখে চিন্ময়ী লীলার স্মরণে আলিগণ-পরিসেবিত শ্রীযুগলের চরণে সেবা অর্পণ-লালসাই ভজন জীবনকে পুষ্ট করে।

এই জন্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু, শ্রীউজ্জ্বল-নীলমণি, শ্রীগোবিন্দ-লীলামৃত, শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত, শ্রীললিত-মাধব, শ্রীবিদগ্ধ-মাধব, শ্রীরাধাকৃষ্ণ-গণোদ্দেশ-দীপিকা প্রভৃতি গ্রন্থ প্রথমে অধ্যয়ন কবা আবশ্যক। নতুবা মহাজন-প্রণালীর অজ্ঞতা নিবন্ধন রসাভাস-দোষে ভ্রান্ত কল্পনার পথে বঞ্চিত হইতে হইবে। যতদিন সাধন দ্বারা প্রাকৃত স্থূলদেহের স্ত্রী-পুরুষ অভিমান বিদূরীত লইয়া হৃদয় শুদ্ধসত্ত্বে পরিণত না হইবে ততদিন ব্রজ-ভজনের নিগূঢ় রহস্য স্ফুরিত হইবে না।

এই পুস্তিকায় কেবল মাত্র নিশান্ত লীলায় সেবা অর্পিত হইল।

ভজন কুটীর,
বৃন্দাবন।
২৭শে মার্চ্চ, ১৯৭০

ইতি
শ্রীভক্তিহৃদয় বন

ব্রজধামে

মঙ্গলাচরণ

শ্রীচৈতন্য - মহাপ্রভু, প্রভু নিত্যানন্দ।
শ্রীঅদ্বৈত গদাধর গৌর - ভক্তবৃন্দ ॥
শ্রীগুরু করুণা-সিন্ধু উদার অপার।
যাঁহার হৃদয়ে রাজে প্রেম-পারাবার ॥
নবীন-নবীনা মোর শ্রীরাধা-গোবিন্দ।
ললিতাদি সখীবৃন্দ প্রেম - মকরন্দ ॥
রূপ - রতি - অনঙ্গাদি মঞ্জরী সকলে।
অভাজনে কৃপা আজি কর সবে মিলে ॥
ব্রজ-বনে আজিকার পূর্ণিমার দিনে।
কহিবারে লীলা-কথা সাধ হয় মনে ॥
ভকতি - হৃদয় - বন চরণে পড়িয়া।
প্রণাম করয়ে সবে সাষ্টাঙ্গ হইয়া ॥

করুণা-কামনা

মহাপ্রভু।

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
হেম - কান্তি ধ'রে এল শ্যাম-নটবর॥
রাধাভাবে বিভাবিত কাঁদে অবিরাম।
জগৎ তারিল তিঁহ দিয়া হরিনাম॥
উন্নত - উজ্জ্বল-রস কেহ না জানিত।
ব্রজগোপী-ভাব তিঁহ যদি না আনিত॥
রাধার স্বভাব আর আপন মাধুরী।
কি সুখ পায়েন রাধা মোরে সেবা করি॥
এ তিন আস্বাদনে যবে হৈল মন।
বিজাতীয় ভাব ত্যজি কৈল আস্বাদন॥
শ্রীরাধার ভাবকান্তি অঙ্গিকার করি'।
শচী - গর্ভ - সিন্ধু হ'তে প্রকটিলা হরি॥
রাধা - ভাবে মগ্ন প্রভু চিত্তেন্দ্রিয় কায়।
স্বরূপ গোঁসাই সদা করেন সহায়॥
স্বরূপের ভাব যেই ললিতা সুন্দরী।
সেই ভাবে সেবা করে লতিকা মঞ্জরী॥

নিত্যানন্দ।

ব্রজের বলাই ভাই তুমি হে নিতাই!
প্রেমের মূরতি রূপে হৃদয়ে উদিয়া
বিকাশ করহ আজি ব্রজের বিলাস,
বিদূরিয়া যত মোর হৃদি-অন্ধকার
করে যথা দিবাকর গগনে উদিয়া
প্রকৃতির রূপ-শোভা মানব-নয়নে,
বিনাশিয়া নিজ-বলে তমসা নিশার।

অদ্বৈতাচার্য্য।

প্রভু সীতাপতি, অগতির গতি,
করুণা করহ মোরে।
বিষ্ণু অবতার, তুমি হে উদার!
তারহ সংসৃতি ঘোরে॥
অদ্বৈত আচার্য্য, জগতের আর্য্য,
কর যদি কৃপা তুমি।
নাহি যথা কাম, চিন্ময় ধাম,
বর্ণিতে পারিব আমি॥

গদাধর।

গৌরাঙ্গসুন্দর-বামে, গদাধর রস ঠামে,
কমলে দাঁড়ায়ে দুহুঁ জন।

চাহি' আজি মোর পানে, করুণ-নয়ন-কোণে,
বিতরহ কৃষ্ণ - প্রেম ধন ॥
কৃষ্ণ-কান্তা - শিরোমণি, যিঁহ রাধাঠাকুরাণী,
তিঁহ হ'ল গদাধর এবে।
রাধা-গুণ-গান তরে, তিঁহ যদি কৃপা করে,
রাধা-পদ-দাস্য পাই তবে ॥

শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ।

যেখানে যতেক হয় গৌর - ভক্ত - জন,
উপেখা না কর মোরে বলি' দীনহীন।
পদ-ধূলি দিয়া সবে করহ আপন,
ভকতি - হৃদয় - বন ভকতি - বিহীন ॥
শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ গৌর - গোষ্ঠী যত,
সবাকার শ্রীচরণে করিয়া প্রণতি।
প্রেম-অশ্রু নীরে আজি ভাসিয়া সতত,
গোষ্ঠ লীলা বর্ণিবারে চাহি হে শকতি ॥

শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দ।

শ্রীরাধাগোবিন্দ মোর প্রাণের দেবতা।
কোটিবার তা'-চরণে নত করি মাথা ॥
হৃদয়ে বসিয়া তিঁহ দূর করি' কাম।
অবশ্য স্ফুরাবে নিজলীলা-রূপ-ধাম ॥

লেখনী করিয়া মোরে চাহ লিখিবারে।
ভক্তগণে ডুবাইতে প্রেম-পারাবারে ॥

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ।

হৃদয়ের প্রভু মোর শ্রীদয়িতদাস।
পদতলে পড়ে' আমি সদা করি আশ ॥
মুই তব ঘৃণ্যদাস কত অপরাধী।
তথাপি চরণে স্থান দিবে নিরবধি ॥
ভকতি-হৃদয়-বন তোমার কিঙ্কর।
এই আশা হৃদে ধরে' আছে নিরন্তর ॥
তোমার করুণা, প্রভো! করিয়া বিকাশ।
রাধাকৃষ্ণ-নিত্যলীলা করিবা প্রকাশ ॥

———

ব্রজধামে

নিশান্তে সেবা

[৩টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত]

জয় জয় জয় জয় বৃন্দাবন-শোভা।
রাধা-কৃষ্ণ-লীলা-ভূমি ভক্ত-মনোলোভা ॥
প্রস্ফুটিত শোভিতেছে পুষ্প দিশি দিশি।
ঝরিয়া পড়ি'ছে ভূমে কত রাশি রাশি ॥
সারি সারি পুষ্পলতা শরণীর ধারে।
সাজায়ে রেখেছে সদা বৃন্দা নিজ করে ॥
কুসুম-সৌরভে সেথা ষট্‌পদগণ।
মধু-লাগি' মাতি' মদে করিছে গুঞ্জন ॥
ললিত-লতিকা কত নত শির করি'।
প্রণমিছে নব-বধূ-সম ভূমে পড়ি'।
বকুল-তমাল-তাল-বটবৃক্ষ যত।
পল্লবের ছায়া দানে রহিয়াছে রত ॥
শাখা পরি শুক-শারী করিতেছে গান।
ময়ূর পেখম ধরি' নাচে অবিরাম ॥
হরিণ-হরিণী সব অরুণ-নয়নে।
চকিত চাহনী তা'র করুণ বয়ানে ॥
পাপিয়ার কল-কণ্ঠ লতাকুঞ্জ-বনে।

কোকিলার কুহু-রব সু-আম্র-কাননে ।।
উভয়ে মিলায়ে তোলে সুমধুর তান ।
বিরহী-পরাণে জাগায় বিরহের গান ।।

ফল-ভারে ভূমি চুমে জম্বীরের ডাল ।
দাড়িম্ব-নারঙ্গ আর পনস রসাল ।।
কদলী-বদরি-বিল্ব আদি যত ফল ।
পাকিয়া পথের ধারে র'য়েছে সকল ।।
স্ফটিক প্রণালী, পথ বাঁধান রতনে ।
মধ্যে মধ্যে নীলমণি, না যায় গণনে ।।
লতিকা-পল্লব-গুচ্ছ রবি আচ্ছাদিয়া ।
বার মাস রাখে পথ শীতল করিয়া ।।
স্থানে স্থানে রন্ধ্র-পথে পড়ি' কিরণকণ ।
ঝক্‌মক্ ক'রে উঠে নীলকান্তগণ ।।

রতন-পথের পরে সবুজ উদ্যান ।
উদ্যান হইতে আসে অমিয়ার তান ।।
শত শত লতা-কুঞ্জ, শোভি'ছে তথায় ।
বাহিরে কুসুমাবৃত, সৌরভে মাতায় ।।
জহরত মরকত নব রস স্তম্ভ ।
কুঞ্জ-দাসী রচি'য়াছে ছাড়ি' সব দম্ভ ।।
নবীনা ললনা সব সেবন-সম্ভার ।
নিরন্তর রাখে তাহে করিয়া যোগাড় ।।

লতা-কুঞ্জ-ধার দিয়া সরু সরু পথ।
আঁকিয়া বাঁকিয়া ঢাকা দিয়া মরকত ॥
কুসুম-স্তবক-রাশি তাহে বিখারিয়া।
রহিয়াছে রাধা-কৃষ্ণ সুখের লাগিয়া ॥

বৃন্দাবন-প্রান্ত দেশ পরশ পাইয়া।
কলিন্দ-নন্দিনী বহে আনন্দে ধাইয়া ॥
টল টল জল তার ঢল ঢল ভাব।
কল কল তালে কহে যৌবনের হাব ॥
রাশি রাশি কমলিনী র'য়েছে ফুটিয়া।
হংসিনী হিংসায় তাহে দেখি'ছে ঘুরিয়া ॥
যামুন পুলিন শোভে চারু বালুকায়।
রূপার রেণুকা যেন ভূমেতে লুটায় ॥
থরে থরে কদম্বের ডাল বিস্তারিয়া।
ধারে ধারে যমুনার আছে দাঁড়াইয়া ॥
পাতায় পাতায় ফুল স্মর যে জাগায়।
পরাগে সোহাগ ঢালি' ফুটিয়া উঠয় ॥

রাসস্থলী বংশীবট আর নিধুবন।
রাধাকৃষ্ণ বিলাসের স্থান মনোরম ॥
দিব্যচিন্তামণি-ধাম এই বৃন্দাবন।
কমলার কান্তি কভু না হয় তেমন ॥

সর্বনেশ

বৈকুণ্ঠ-ঐশ্বর্য্য আর স্বর্গের শোভা।
কিছুই তুলনা নহে, লক্ষ্মী-মনোলোভা ॥
ব্রহ্মা আদি দেবগণ যে বনের ধূলি।
কৃতার্থ মানয়ে নিয়ে নিজ—মাথে তুলি' ॥
উদ্ধব চাহয়ে যথা গুল্ম হইবারে।
ক্ষেত্রপাল-রূপে শিব যথা নৃত্য করে ॥
হেন বৃন্দাবনে জন্ম লভিতাম যদি।
প্রেমানন্দ লাভ তবে হ'ত পরাবধি ॥

মাটি হই' জন্ম মোর হ'লে বৃন্দাবনে।
বক্ষ-পাতি ল'ব মুঞি যুগল-চরণে ॥
যদি মুঞি হ'তে পারি ধূলি এক কণা।
যে-পথেতে রাধাকৃষ্ণ করে আনাগোনা ॥
চরণ-তলেতে চুমি তবে তো চমকি।
যখন যুগল চলে ঠমকি ঠমকি ॥
কালিন্দীর জলে যদি হই এক বিন্দু।
জল-কেলি-কালে স্পর্শ দিবে কৃষ্ণ-ইন্দু ॥
অনল-রূপেতে যদি জনমিতে পারি।
রন্ধন করিবে রাধা মোরে অঙ্গীকরি' ॥
বায়ু-রূপে বেণু-রন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া।
সুমধুর তান তুলি' কৃষ্ণে সুখ দিয়া ॥

শব্দ-রূপে জন্ম নিতে পারি যদি মুঞি।
রাধা-কণ্ঠে রহি' যেন কৃষ্ণে সুখ দিই॥
তৃণ হই' বনে যদি রহি গো পড়িয়া।
কিশোর-কিশোরী তাহে যা'বে গো দলিয়া।
পথধারে হই যদি নব কিশলয়।
অঞ্চল পরশ দিয়া যা'বে গো উভয়॥
পুষ্প হ'য়ে ফুটে রহি যদি কুঞ্জ-বনে।
চরণে অঞ্জলী দিবে যত সখীগণে॥
কেলি-তল্পে বিছারিয়া তাঁ'রা দিবে মোরে।
বিলাস করিবে দোঁহে তাহার উপরে॥

গোপী-দেহ মোরে যদি দেয় যোগমায়া।
রাধিকা-কিঙ্করী হই' জুড়াইব হিয়া॥
কায়-মন সমর্পি'লু দোঁহাকার পায়।
স্বামিনী-চরণে দাসী সতত লুটায়।
কুঙ্কুমের আভা রঙ, বয়সে নবীনা।
বার বর্ষ তিন মাস, গুণেতে প্রবীনা।
ভ্রমরাভ বস্ত্র তার, চম্পক চয়ন।
তৌর্য্যত্রিক-দ্বারে সেবে যুগল চরণ॥
বর্ষাণাতে জন্ম তার, যাবে পতিকুল।
রমণ-কুঞ্জেতে লই প্রেম-ফল-ফুল॥

বামা-মধ্যা স্বভাবেতে বিবিধ প্রকারে।
সতত সেবয়ে দাসী যুগল-কিশোরে॥
আপন নয়ন-মণির প্রিয়-পাত্র জানি'।
নয়নের পাতা করি' রাখয়ে স্বামিনী॥
লতিকা ডাকয়ে রাধা, কৃষ্ণ ডাকে কুন্দ।
দুই নামে দাসীকার নাহি কোন দ্বন্দ্ব॥
রাধা লাগি' যায় যবে কৃষ্ণ-অন্বেষণে।
কুন্দ বলি' ডাকে যত নর্ম্ম-সখাগণে॥
কুন্দফুল-সম শ্বেত হৃদয় সরল।
কুন্দ বলি' ডাকে তাই সুধীর সুবল॥
রাধা-পক্ষ লই' এই নবীনা মঞ্জরী।
উন্মাদিত করে কৃষ্ণে করিয়া চাতুরী॥
তাই তারে সদা নিন্দা করে সখা বটু।
রাধা-পক্ষ জয়-কার্য্যে জানিয়া তো পটু॥
দুই নাম সিদ্ধ হয় দোঁহে তুষিবারে।
তথাপি "লতিকা" বলি' জানিহ দাসীরে।
রাধা-পদ-ধূলি মাথে লইয়া কিঙ্করী।
তুহুঁ লীলা এবে বর্ণে হই' আগুসরি॥

সম্বিদ স্বরূপ শ্যাম, আনন্দ রাধিকা নাম,
একে অন্যে না যায় ছাড়ন।
জ্ঞানের উদয় যথা, আনন্দ রহয়ে তথা,
হেন কথা জানে সুধীগণ ॥
প্রেমানন্দে যে মিলন, রাধাকৃষ্ণ সেই হন,
রসিকের জীবন-জীবন।
আধ্যাত্মিক নহে ইহা, প্রাকৃতে না যায় কহা,
শুদ্ধ প্রেম মধুর মিলন ॥

রজনী ফুরা'য়ে এ'ল, দুহে নিদ্রা নাহি ভেল,
রতি-তরে মাতিয়া থাকিয়া।
অলস হইয়ে এবে, আঁখি মুদি' দুহে তবে,
সিখানে গো রহিল শুতিয়া ॥
(পুনঃ) কপোলে কপোল রাখি', অধরে অধর চাখি,
পিয়াসে অধীর হ'ল শ্যাম।
দু' বাহুতে কণ্ঠ ধরি', বক্ষেতে চাপিয়া হরি,
রাধা-হৃদে বাড়ায়ল কাম।

হরি-প্রেম-পাগলিনী, গোবিন্দ-প্রণয়ে ধনি
চারুপদ তখনে তুলিয়া।
প্রিয়তম অঙ্গোপরি, ইচ্ছামত প্রাণভরি',
ধরলহ কণ্ঠ জড়াইয়া॥
উভয় উভয়ে টানে, আপন আপন প্রাণে,
অঙ্গে অঙ্গ যায় মিশাইয়া।
তথাপি মিটেনা আশ, করে দুহে অভিলাষ,
দুই দেহ যাক্ এক হঞা।
বিভাবরী শেষ দেখি' শশব্যস্তা বৃন্দা-সখী,
কে করিবে হেন সুখ ভঙ্গ?
নিঠুর না হ'লে নয়, প্রকৃতি সম্ভাষি' কয়,
"দেখ সখী এসে নব-রঙ্গ!!
নীলিমা শারদাকাশে, চন্দ্রমা যেমতে ভাসে,
কৃষ্ণ-বক্ষে হেন শ্রীরাধিকা।
অথবা তমালে ধরে', আকড়ি কেমন ক'রে,
আছে ওগো! কোমলা লতিকা॥
বল সখি! কিবা করি, কেমনে ভাঙ্গিতে পারি,
এ-সুখ-সায়রের স্বপন।
তথাপি বলি গো আমি, সহায় হইয়ে তুমি,
জাগরিত কর বৃন্দাবন॥"

বৃন্দার নিদেশ পাঞা প্রকৃতি সুন্দরী।
হাসিয়া চাহল তবে নয়ন উঘারি' ॥
অমনি কুসুম-কলি ফুটিয়া উঠিল।
অলিকুল মধু-লোভে চৌদিকে ধাইল ॥
স্থল-কমলিনী আর যত মৃণালিনী।
কান্তের দরশ-আশে হ'ল পাগলিনী ॥
মালতী-চামেলী-কুন্দ আর ত' কামিনী।
গন্ধরাজ-চম্পা-বেল-মল্লিকা-ভামিনী ॥
সৌগন্ধ্য সৌরভ আর সৌন্দর্য্য প্রকাশি'।
পরিশ্রুত মকরন্দ, হ'তে পুষ্প-রাশি ॥
বঁধূয়া-বিরহ-ভয়ে থর থর করি'।
শেফালী-বকুল-যূথী ভূমে পড়ে ঝরি' ॥
গুঞ্জরিয়া অলিকুল পুঞ্জে পুঞ্জে ধায়।
কুঞ্জে কুঞ্জে অলিকুল পাগল ত্বরায় ॥
মন্দ মন্দ গন্ধবহি পবন বহল।
ঝর ঝর নির্ঝরিণী সঘনে চলল ॥
শারদ নীলিমাকাশে চন্দ্রমুখতরে।
এখনও র'য়েছে তারা চারিদিকে ঘিরে ॥
কুসুম-সৌরভ সহ সমীরণ ধীর।
রাধাকৃষ্ণ-নাসা-রন্ধ্রে প্রবেশয়ে, বীর!
মন্দ মন্দ বায়ু গিয়া করে অঙ্গ-স্পর্শ।
শীতল করল দোহে, দুহুঁ মুখে হর্ষ ॥

চন্দ্রমা - কিরণ - কণ রন্ধ্র - পথ দিয়া।
যুগল বন্দনোপরি পড়ল গো গিয়া॥
বিলাস - কুঞ্জের চারু গবাক্ষেতে রহি'।
লতিকা মঞ্জরী দেখে, শোভা কা'রে কহি॥
প্রেমের পবন তা'র অঙ্গেতে লাগিল।
কুচযুগ দাসীকার কাঁপিয়া উঠিল॥
পুলকে ভরল সর্ব্ব কমনীয় অঙ্গ।
নয়নে বাদল ধারা, হ'ল স্বর ভঙ্গ॥
ধৈরজ ধরিয়া তবু লতিকা - মঞ্জরী।
নেহারে যুগল শোভা মন-প্রাণ ভরি'॥
মধু-পানে মত্ত যথা রহে অলিকুল।
প্রিতম - প্রিতমা হেরি' তেমতি আকুল॥
দাসীগণে পরিবৃতা হেনকালে ধীরে।
শ্রীরূপ-মঞ্জরী আসি' দাঁড়াইল, স্থিরে॥
তাঁহার চরণে নত হঞা লতিকা।
বর্ণয়ে বিবশে আজি কেলি-কুঞ্জ-কথা॥
শুনিয়া দাসীর কথা হরষিত মন।
বাতায়ন - পথে দেখে শ্রীরূপ তখন॥
শীতল পরশ পাই' দখিন বায়ুর।
গাঢ় আলিঙ্গনে শোয় কিশোরী-কিশোর॥
অলস ভাঙ্গল বুঝি' যুগল - রূপের।
প্রবেশিল তবে রূপ ভিতরে কুঞ্জের॥

শযতেক দাসীকা, দারি ! নবীনা সুন্দরী।
প্রবেশ করয়ে রঙ্গে রূপে অনুসরি'॥

নবীনা সুন্দরী, শ্রীরূপ - মঞ্জরী;
বদনে মধুর হাসি।
ঢল ঢল আঁখি, যেন ফাগু মাখি,'
ঢালিছে অমিয়া রাশি॥

গোরোচনা - সম, হলুদ বরণ,
তাহার অঙ্গের শোভা।
তাহাতে বসন, শোভিছে যেমন,
ময়ুর - পুচ্ছের আভা॥

বয়সে কিশোরী, নর্ম্ম - সহচরী,
রাধিকা পরাণ - প্রিয়া।
রাধাপদে সদা, মন প্রাণ বাঁধা,
সতত সেবিছে হিয়া॥

বসনে ভূষণে, চারু আভরণে,
রাধিকা - রূপের যা'র।
সমান তুলনা, জগতে মিলেনা,
নাহিক উপমা তা'র॥

এ-হেন রূপসী, যেন পূর্ণ-শশী,
শত শত দাসী-দ্বারে।

হঞা বেষ্টিত, এবে হো বেষ্টিত, চ
যুগল জাগা'বার তরে ॥
বেণী দোলাঞা, গ্রীবা বাঁকাইয়া,
চঞ্চল চরণে তবে।
রুণুঝুণু রবে, বাজাইল সবে,
মঞ্জুল মঞ্জীর যবে।
অমনি কালিয়া, নয়ন খুলিয়া,
চাহল প্রিয়ার প্রতি।
হেরে' চারু মুখ, পাঞি' মহাসুখ,
পিয়াস বাড়ল অতি।
বাম-বাহু'পরি, প্রিয়া-মাথা ধরি',
দখিণ করেতে বুকে।
টানিয়া ধরল, পিয়াস মিটাল,
পাইল পরম সুখে ॥
কান্তের কোলেতে, কোমলা নিদ্রাতে,
সুখের স্বপন দেখে।
মধুময় হাসি, যেন ফুলরাশি,
ফুটিয়া উঠল মুখে ॥
আবেশে কানাঞি, চুমি মুখ রাই,
নয়ন মুদল রঙ্গে।
বিলাস-মঞ্জরী, নীল বস্ত্র ধরি'
ঢাকল উভয় অঙ্গে ॥

শ্রীরূপ-মঞ্জরী, কানু-পদ ধরি',
চাপিতে লাগল সুখে।
রাধা-পদ সেবে, রতি-সখী তবে,
রাধা-নাম সদা মুখে ॥

রূপ রতি সুখ-কর পরশ পাইয়া।
রাধিকা-মাধব তবে উঠল জাগিয়া ॥
নাগর নয়ন খোলে লই' রাধা-নাম।
রাধিকা খুলিল আঁখি বলি' 'শ্যাম! শ্যাম!'
অমনি মঞ্জরী কত চারিদিক হ'তে।
সেবার সম্ভার শত লইয়া হাতেতে ॥
ঘিরিয়া দাঁড়াল দোঁহে সেবা করিবারে।
শ্রীরূপ আদরে আজ্ঞা দেয় সবাকারে।
রতনে খচিত চারু উপাধান লই'।
অনঙ্গ-মঞ্জরী রাখে কৃষ্ণ-পিছে, সই ॥
তাহাতে কনুই কানু ঠেস্ দিয়া বসে।
মঞ্জুলালী আনে জল সুশীতল সুবাসে ॥
শ্রীরস-মঞ্জরী তবে রসেতে গলিয়া।
সুবর্ণ ভৃঙ্গার জল হাতেতে ঢালিয়া ॥
যতনে মুছায়ে দেয় কমল নয়ন।
কচবৃন্দে দাসী এক মুছায় চরণ ॥

সুধামুখী আনি' তবে তাম্বুল-বীটিকা।
দোঁহার মুখেতে দিল অধর-রঞ্জিকা ॥
অশোক-মঞ্জরী আর মদন-মঞ্জরী।
রাধা-কৃষ্ণ অঙ্গ-বস্ত্র দিল ঠিক করি' ॥
বিমলা, শ্যামলা আর মঙ্গলা আকুল।
কেলি-তল্প ঝাড়ি' দূর কৈল বাসি-ফুল ॥
ননী-সিতপল স্বর্ণ থালাতে ভরিয়া।
কৃষ্ণ-লাগি' রাখে যত্নে তুলসী সাজাঞা ॥
কস্তুরী কটোরা ভরি' ঘন দুগ্ধ-সর।
স্বামিনী লাগিয়া রাখে হাতের উপর ॥
শ্রীগুণ-মঞ্জরী ত্বরা গুন্ গুন্ সুরে।
রাধা-কৃষ্ণ-গুণ-গান ধরিল তো ধীরে ॥
কমল-মঞ্জরী আনি' কমলের হার।
দুহুঁ গলে পরাইল নব উপহার ॥

স্বামিনী-নয়ন-মণি সম প্রিয় গণি।
দয়িত রূপসী এক, নাম 'নয়নমণি' ॥
রাধিকা সমান বয়স, সবুজ বসন।
গোলাপ জিনিয়া ধরে অঙ্গের বরণ ॥
নবনীত হ'তে স্নিগ্ধ কোমলাঙ্গ তা'র।
অমিয়া কোথায় লাগে, হেন ব্যবহার ॥

পতি বঞ্চিবারে দক্ষ কূটনীতিশালী ॥
স্বামিনী-সেবায় সদা রাখে বনমালী ॥
যূথেশ্বরী হন তিঁহ, তবু নিজগুণে।
সতত অর্পায়ে রূপ মঞ্জরী চরণে ॥
হেরিয়া তাহারা রাধা পালঙ্কের ধারে।
ডাকিয়া নিকটে বসায় অশেষ আদরে ॥
বলে, 'সখি! ধীরি ধীরি করাঙ্গুলী দিয়া।
কপোলের কচবৃন্দ দেহ তো সাজিয়া।'
স্বামিনী আদেশ পাঞি নয়ন-মঞ্জরী।
নিজ গণে আদেশয়, নিজে সেবা করি' ॥
নিকটে তাহার দাসী মঞ্জরী লতিকা।
তাহারে হেরিয়া পুছে ঈশ্বরী রাধিকা ॥
'বল সখী রূপ রতি আর নয়নমণি!
কি সেবা করিবে লতা তুষি' গুণমণি?
শুনিয়া হাসিয়া কহে শ্রীরূপ মঞ্জরী।
'অষ্ট সখী আসি' যবে বসিবে গো ঘিরি';
তবে তব সুখ লাগি' নব্য-নৃত্য করি'।
লতিকা করিবে আজি মঙ্গল-আরতী ॥"
এত শুনি' রাধা কহে হরষিত হঞা।
লতিকা ভাগ্যের কথা মাধবে ডাকিয়া ॥
উভে তবে দাসী পানে করুণ নয়নে।
চাহয়ে, আশীষ করে শ্রীরূপ আপনে।

নিজ ভাগ্য জানি' দাসী উল্লসিত হঞা
অপেক্ষা করয়ে শুভ ক্ষণ নিরখিয়া ॥
হেনকালে হাতে হাতে করি' ধরাধরি'।
মদালসে অঙ্গ ঢলে পড়ি' পড়ি' করি।
জড়াজড়ি দুহুঁ দুহুঁ ললিতা-বিশাখা।
সুচিত্রা-চম্পকলতা, আর ইন্দুরেখা ॥
সুদেবী-রঙ্গদেবী-তুঙ্গবিদ্যা ধনি।
অষ্ট-সখী শ্রীরাধার প্রাণপ্রিয় গণি'।
প্রবেশিল কুঞ্জ মধ্যে যথা রাধা-শ্যাম।
সুরত বিলাসে রহে কেলি-তল্প-ধাম ॥
প্রেষ্ঠ-সখী আসিতেছে দেখি' দুজনায়।
উঠিয়া বৈঠল শ্যাম, রাধা (রহল) কপট নিদ্রায় ॥

পদ্মাসন করি', গোকুল বিহারী,
নয়ন মুদিয়া রহল ধ্যানে।
যেন নারায়ণ ধ্যান-নিমগন,
নাভিপদ্মে ব্রহ্মা কিছু না জানে ॥
অথবা মদন, করিয়া দহন,
শঙ্কর যেমন আছয়ে বসি।

তেমনে বসিয়া, কপট করিয়া,
রহল রাধার হৃদয়-শশী।
সখী-আলাপনে, কালিয়ার সনে,
শুনিতে বাসনা রাধিকা-সনে।
তাহার কারণে, রহি জাগরণে,
কপট নিদ্রা প্রকাশে ঘনে।
হাসিতে হাসিতে, চাহি চারিভিতে,
প্রবেশিল প্রেষ্ঠ-সখীর গণে।
নর্ম্ম-সখীগণ, উঠিয়া তখন,
তুষিল তা'দেরে প্রফুল্ল মনে॥
ললিতা-বিশাখা, সহ ইন্দুরেখা,
ঘেরিয়া বসল শ্রীরাধাশ্যামে।
যেন চন্দ্রসভা, জগ-মন-লোভা,
মঞ্জরী সকল ডুবিল প্রেমে॥
হেরি' দুহুঁ মুখ, মনে পাঞি' সুখ,
ললিতা ভাবয়ে চাহিয়া দিশি।
রচি' নব রঙ্গ, হ'বে নিদ্রা ভঙ্গ,
পোহাইবে গো আজিকার নিশি॥

রকম দেখিয়া, অধর চাপিয়া,
সখীরা রোধিল হাসির রোল।
গম্ভীর হঞা, দু'হাতে জুড়িয়া,
বিদ্রূপিয়া শ্যামে কহয়ে বোল।

"ওহে নব-যোগী! নহ তুমি ভোগী,
বুঝি তব যোগ-আসন দেখি'।
তবে কি কারণ, ললনার গণ,
মাঝেতে আছ মুদিয়া আঁখি?

কাম ভয়ে বুঝি' হিমাচল ত্যজি'
কুঞ্জেতে আশ্রয় লয়েছ আসি'!
কহ তো খুলিয়া, মোরা প্রণমিয়া,
কৌতুহলী হয়ে' তোমায় জিজ্ঞাসি॥

এতেক বলিয়া, নয়ন ঠারিয়া,
কপট প্রণাম করয়ে সখী।
কপট-শেখর, কালিয়া নাগর,
আশীষে হস্ত মস্তকে রাখি'॥

ললিতা কহয়ে, 'শুন গো বিশাখে।
কেবল যোগী নহে এ নবীন।
মৌনব্রতধারী, হয় ব্রহ্মচারী,
ক্রোধ না হ'বে কথায় কঠিন।

এস সবে মিলি', দিই গালাগালি,
কর্ণ মর্দ্দন কর গো যোগীর।
কথা যদি ক'বে, মৌনব্রত যাবে,
যোগ ভঙ্গ হ'বে হইলে অধীর ॥

এ কথা শুনিয়া, সখীরা হাসিয়া,
হাতে তালি দিয়া উঠল সবে।
রাধা বিনোদিনী, শুনি' সখী-বাণী,
কষ্টিনে হাসি চাপিল তবে ॥

নয়ন মুদিত, হাসি প্রকাশিত,
ললিতা লক্ষ্য করিয়া মুখে।
সে হাস্যরঞ্জিত, কমল-গঞ্জিত,
বদন সুন্দর দেখয়ে সুখে ॥

ললিতা চাতুরী, বুঝিয়া মাধুরী,
প্রমাদ গণয়ে কানাঞা মনে।
কি করি এখন, গেল মান-ধন,
হারিতে হইল ললনা-সনে ॥

কহি যদি কথা, হেট হয় মাথা,
যোগী-নাম মোর ঘুচিবে এক্ষণে।
কথা না কহিলে, নাকে কাণে বলে,
চাঁনিয়া হাসিবে মঞ্জরীগণে ॥

মনে বিচারিয়া, নয়ন খুলিয়া,
হাসিয়া কহয়ে কানাঞি কথা।
"কহ গো ললিতে! তোমরা কেমতে,
কখন আসিলে কুঞ্জেতে হেথা ॥

দিবানিশি ধরি' রহি ধ্যান করি',
প্রকৃতি পরশ কভু না সহি।
মহা যোগেশ্বর, পরম ঈশ্বর,
আমার স্বরূপ তোমারে কহি ॥

মোরে ব্রহ্মচারী, নৈষ্ঠিক বিচারি'
"অচ্যুত" নামে বেদ বাখানে।
মুঞি শক্তিধর, ব্রহ্ম পরাৎপর,
পরব্রহ্ম বলি' বেদান্ত জানে ॥

কহ কি কারণে, তোমরা এখানে,
এসেছ আমার চরণতলে।
মিটিবে পিয়াসা, আছে যত আশা,
কামানলে যদি হৃদয় জ্বলে ॥

শুনি' কৃষ্ণ বুলি, হাসিয়া আকুলী,
ঢলিয়া পড়ে' একে অন্যের 'পরে।
সব সখী মিলি', করে ঢলাঢলি,
হাসিয়া কানুকে পাগল করে॥

তবে আগুরিয়া, বেশর নাড়িয়া,
ললিতা মধুরে ঝঙ্কারি' কহে।
'শুন ওহে কানু, ব্রজগোপী বিনু,
কোথায় তোমার জীবন রহে॥

ছাড় হে ভড়ং, কহ কি কারণ,
অঙ্গেতে দেখিয়ে সম্ভোগ-চিহ্ন।
ধ্যানে যদি ছিলে, প্রকৃতি না ছুঁলে,
কে তব গণ্ড করল ছিন্ন॥

শুন ওহে হরি! ছাড় ভারিভুরি,
জানি ব্রহ্মচারী তুমি হে কেমন।
ব্রজনারী বিনা, পরাণ বাঁচে না,
বারিদ বিনা চাতক যেমন॥

যোগী যদি হ'বে, কহ, কেন তবে
গোপিনী-ঘরেতে কর হে চুরি।
বনবাস ত্যজি', গোপী-প্রেমে মজি',
কুঞ্জে কুঞ্জে বাস কর হে ঘুরি'॥

বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের, অখিল জীবের,
যদিও পরম ঈশ্বর তুমি।
তথাপি ব্রজের ভূমি যে প্রেমের,
প্রেমেতে অধীন হও হে, স্বামি!

কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞান, তাহাতে অজ্ঞান,
মোরা তো সরলা অবলা জাতি।
ঈশ্বরে কি ডর, প্রেমে করি ভর,
সংসার পথের সেই যে বাতি॥

গোপিনীর প্রেম, বিগলিত হেম,
চন্দ্রকরসম নির্ম্মল হয়।
কৃষ্ণসুখে অন্ধ, নাহি কাম-গন্ধ,
তথাপি কাম নামে পরিচয়॥

মূঢ় জন, মরি! বুঝিতে না পারি',
কামে প্রেমে করে একাকার।
কাম অন্ধকার, প্রেম তো ভাস্কর,
মুক্ত জীব বিনা নাহি অধিকার।

তাই বলি, কান! কর অবধান,
মোরা আসি নাই কামনা ল'য়ে।
তুমি কি কারণে, এসেছ এখানে,
ভাঁড়ামি ছাড়িয়া কহ হে খু'লে॥

তুমি শক্তি ধর, বলি' গর্ব্ব কর,
তাহাতে গোপী ভুলিবার নয়।
রাধিকা সুন্দরী, মোদের ঈশ্বরী,
স্বরূপশক্তি জানিহ নিশ্চয়॥

বুঝিয়াছি শ্যাম, লই' হৃদি কাম,
আসিয়াছ রাধাচরণ তরে।
বর মাগ, হরি! মোরা দিতে পারি,
রাধিকা চরণ তোমার করে॥

ললিতা-বচনে, সব সখীগণে,
পরম গরব করয়ে প্রকাশ।
মঞ্জুরীর গণ, আনন্দে মগন,
নাচিয়া বেড়ায় করিয়া উল্লাস॥

নাগর তখন, কহয়ে কথন,
গোপীকার কাণে ঢালিয়া সুধা।
রাধিকার গণ! শোন বিবরণ,
রজনী আমার কাটিল বৃথা॥

রাধাঠাকুরাণী, সতী শিরোমণি,
জানিয়া নির্ভয়ে কুঞ্জেতে আসি'।

নির্জ্জনে আসন, রচিয়া মগন,
ধ্যানেতে রহিব বলিয়া বসি॥

কুঞ্জের দুয়ারে, একেলা আমারে,
গভীর রাতেতে দেখিয়া রাধা।
বলে, 'যোগীরাজ! ধ্যানে যদি কাজ
কুঞ্জেতে প্রবেশে নাহিক বাধা॥

পরম পবিত্র, নির্ম্মল চরিত্র,
বিনা এ কুঞ্জে প্রবেশে কাহার।
নাহি অধিকার, তুমি সদাচার,
দেখিয়া বুঝিনু তব ব্যবহার॥

ধ্যানে বসিবার, আগে উপকার,
কর মোর এক, আনি' সখীগণে।
আমি সতী নারী রহিতে না পারি,
একাকিনী এই নিবিড় বনে॥

সখী মোর প্রাণ, সখী মোর ধ্যান,
সখী বিনু মুই কাতরে মরি।
নিজ নিজ কুঞ্জে, নিদ্রাসুখ ভুঞ্জে,
তথা যাই' সখী আনহ হরি॥

কুঞ্জেতে বসিয়া, ধ্যানেতে মজিয়া
রহিতে পারিব আশার তরে।
পর-উপকার ব্রত যে আমার,
(তাই) রাধিকা-আদেশ লইনু শিরে ॥

জ্যোৎস্না রজনী ইন্দ্রনীলমণি,
চক্‌মক্ করে চতুরদিকে।
আঁকাবাঁকা পথে, চলিয়া যাইতে,
ধাঁধা লাগল মোর নবীন চখে ॥

পড়ি' যেতে যেতে, কোমল করেতে,
চাপিয়া ধরিনু (এক) ললিতা লতা।
(তিহ) কপোল উপরি, দেখহ আঁচড়ি,
দিয়াছে গো দিয়া অধর-পাতা ॥

একটু আগরি', বিশাখা বল্লবী,
একটী ধরিনু বুকেতে মোর।
সেহ ভাঙ্গি' পড়ি' মম বক্ষোপরি,
গণ্ডেতে আঘাত করল জোড় ॥

রঙেতে সুচিত্রা, পথধারে পাতা,
দেখিয়া ধরিতে গেনু আদরে।
চুড়াতে ঠেকিয়া, কর্ণেতে মলিয়া,
ঝড়িয়া পড়ল আমার ক্রোড়ে ॥

সে পথ ছাড়িয়া, দু'পদ ঘুরিয়া;
অগ্নিকোণেতে দাঁড়াইনু যবে।
এক ইন্দুরেখা, কত মধুমাখা,
আসিয়া চুমিল নয়নে তবে ॥

সহিতে না পারি' পরশ তাহারি
দুই করে মুই মর্দ্দন কৈনু।
তার দেখ ফল নয়ন-কাঁজল,
মুছিয়া গিয়া কেমন ভৈনু ॥

চকিতে চাহিতে চলিয়া যাইতে,
ন পাইনু কণক-চম্পক-ফুল।
অধরে ধরিনু, সৌরভ শুখিনু,
নাশাতে পশিয়া ভাঙ্গল ভুল ॥

ভাবিতে ভাবিতে; চলিয়া আগেতে,
দেখিনু একটী দেবীর রঙ্গ।
(তিহ) নিকটে আসিয়া, দু' বাহু বেষ্টিয়া,
করল পরশ আমার অঙ্গ ॥

"গভীর রাতেতে, কুঞ্জবন-পথে,
কভু না আসিবে নবীন-চোর।"
বলিয়া পরাণে, দশন দংশনে,
তুষিল দেখহ বক্ষ মোর ॥

বৃন্দাবনে আজি, বিদ্যা যত পুঁজি
ছিল, সব মোর বিফল হইল।
(তাই) তুঙ্গ দুই স্থান, দেখিয়া নয়ান,
দুই করে তাহে আশ্রয় কৈল॥

নহে তুঙ্গনাথ, বুঝিয়া বিষাদ,
পাইতে পরাণে পরেতে হৈল।
এযে উষ্ণ-গিরি! কাঁপি থর থরি,
পিশন-নিঃস্রাব উদ্গীর্ণ কৈল॥

অবশেষে ঘু'রে, হৃদয় মাঝারে,
ভাগ্যেতে ভেটিল সুদেবী একা।
তিহ প্রেম করি,' মোর বাহু ধরি',
কুঞ্জ দুয়ারে দিল পৌছাঞা॥

রজনী ভরিয়া, এমতে ঘুরিয়া,
কুঞ্জেতে ফিরিয়া আসিনু যবে।
তোমাদের সখীর, নিদ্রা তো গভীর,
দেখিয়া ধ্যানেতে বসিনু তবে॥

হেন শুভকালে, তোমরা সকলে
প্রবেশ করিলে করিয়া রোল।
ধ্যান তো ভাঙ্গিলে, — হাসিবে কহিলে
পরাণ-আশা,—বাজাঞা ঢোল॥

নাগরের কথা, শুনিয়া রাধিকা,
আনন্দ পরম পাইল মনে।
সখী-সুখে সুখী, রাধা বিধুমুখী,
ফিরিয়া শুইল নিদ্রার ভাণে ॥

ললিতাদি সখী, কৃষ্ণমুখ লখি,
আরক্তিম হইল শুনিয়া বাণী।
চতুরে তখনি, কানু গুণমণি,
ললিতাকে কহে জুরিয়া পাণি ॥

শোন গো, ললিতে! সাধ বড় চিতে;
সেবিতে রাধিকা-চরণ আজ।
তোমরা কেমতি, সেব নিতি নিতি,
শিখাহ আমারে ছাড়িয়া লাজ ॥

রসিকরাজের, বাসনা মনের,
জানিয়া হাসিল সখীরা সবে।
'রঙ্গিয়া কানাই? বলিহারী যাই,
বলি, এতেক রঙ্গ শিখিলে কবে?

ললিতা ইঙ্গিতে, ব্যাকুলা ভঙ্গীতে,
ধীরে ধীরে তবে নিকটে যাই'।
রাধিকাবল্লভ, রাধাপদপল্লব,
নিজ করপল্লবে আজি পাঞি' ॥

ভাসি আঁখিনীরে, সেবা করে ধীরে,
কমলবদন আপন করে।
দুই আঁখি ভরে, সখীগণ হেরে,
শক্তিমান্ সেবা শক্তির করে॥

প্রিতম পরশ, পাইয়া প্রিতমা,
জাগিয়া হৃদয়ে ধরল তারে।
জয় রাধে শ্যাম! জয় রাধে শ্যাম!
সখীগণ গাহে বদন ভরে॥

রাধাকৃষ্ণ জয় শুনি' কুঞ্জের ভিতরে।
নিধুবনে শিখিকুলে বৃন্দা জাগাল রে॥
অমনি শাখীর শাখে বসি' শুক-শারী।
রাধাকৃষ্ণ-গুণ গায় ঢালিয়া মাধুরী॥
ময়ূর-ময়ূরী সুখে কে-কা রব করে।
পাপিয়া পীযূষ ঢালে নিজ কণ্ঠ-স্বরে॥
কোকিল-কোকিলা তুলি' মধুর কাকলী।
নায়ক-নায়িকা দোঁহে করিল আকুলি॥
কিশোর-কিশোরী কুঞ্জে পালঙ্ক উপরি।
বৈঠল, সাজায় দোঁহে যত সহচরী॥

ঢাকিল দুহুঁক, অঙ্গ, রত্ন আভরণে।
ঝলমল করে আভা চন্দ্রের কিরণে ॥

কর্ণেতে কুণ্ডল দোলে গলে চন্দ্রহার।
সুবর্ণ কঙ্কণ হাতে শোভিছে অপার ॥

পদ্মের পত্রেতে যথা শিশির টলমল।
মুকুতা-দোলক দোঁহা নাকে তথা দোলে ॥

নয়নে কজ্জল দিল আকর্ণ টানিয়া
গণ্ডেতে অরুণ বিন্দু কস্তুরী মাখিয়া ॥

চন্দনে চর্চ্চিত হের চারু চন্দ্রানন।
কুঞ্চিত কুন্তল কৈল কঙকতি শোভন ॥

শিরেতে কিরীট শোভে বনমালা গলে।
কণক কিঙ্কিনী রাজে চরণকমলে ॥

বদনে তাম্বুল লই রঞ্জিত অধরে।
নয়ন কোণেতে হাসে উভয়ে আদরে ॥

মুরলী শ্যামের করে, রাই করে পদ্ম।
এক বৃন্তে দু'টী ফুল ফুটিয়াছে সদ্যঃ ॥

কৃষ্ণ-স্কন্ধে মাথা রাখে রাই বিধুমুখী।
বাম করে রাধাকটি ধরে কানু সুখী ॥

বিরাজে যুগলরূপ কেলিতল্পোপরি।
রূপের ছটায় শোভে, আহা মরি মরি ॥

ভুজঙ্গিনীসম বেণী পৃষ্ঠে ঝুলাইয়া।
উড়নী ইসতে টানি' মস্তক ঢাকিয়া॥
অর্দ্ধ চন্দ্রাকারে তবে অষ্টসখীগণে।
পশ্চাতে বৈঠল দোঁহার আনন্দিত মনে।
দাঁড়ায়ে দাসীকাগণে তাঁদের পিছুনে।
ধীরে ধীরে সেবা করে বকুল-ব্যজনে॥
দক্ষিণে শ্রীরূপ বামে শ্রীরতি-মঞ্জরী।
চামর ঢুলায় রাধাকৃষ্ণের উপরি॥
শত শত অনুগতা মঞ্জরীর গণ।
সুর - তাল - যন্ত্র - হাতে লঞা তখন॥
ঝম্ ঝম্ পদক্ষেপে সমুখে আসিয়া।
দুই ভাগে দাঁড়াইল, আহ্লাদিত হিয়া॥
আর শত শত গোপী সুকণ্ঠীর গণ।
রুনু ঝুনু রবে তবে কৈল আগমন॥
অর্দ্ধ চন্দ্রাকারে তা'রা সম্মুখে রহিল।
নৃত্য লাগি' মধ্যস্থলে স্থান রাখি দিল॥
ঈশ্বরী - ইঙ্গিত পাঞি' ললিতা তখনে।
"লতিকে!" বলিয়া তবে করল আহ্বানে॥
করুণ নয়নে তিঁহ চাহি' দাসী প্রতি।
কহয়ে, করহ এবে মঙ্গল - আরতী"॥
অধরে মুরলী তবে ধরলহ কান।
তার-যন্ত্রে ছড়্ ধরি' সখী দিল টান॥

আসোয়ার - সারঙ্গ - আর - এসর্ব্বরি তানে। র ।
মধুকণ্ঠে মিলাইয়া ধরে গোপী গানে॥ ন
মৃদঙ্গ - ঝাজর - আর - পাখোয়াজ- তাল।
করতাল সহ বোল উঠল রসাল॥
লতিকা-মঞ্জরী এবে সোহাগে মাতিয়া।
প্রস্তুত হইল ত্বরা সুঠামে সাজিয়া॥
গোলাপ - বরণ - সম অঙ্গের বসন।
ঝলমল করে সর্ব্ব অঙ্গ - আভরণ॥
নাকেতে নোলক দোলে কর্ণেতে তাড়ঙ্ক।
চমকে কণ্ঠের চিক্ জিনিয়া শশাঙ্ক॥
মণিবন্ধে সুবর্ণের সুন্দর বলয়।
গলেতে হীরক - হার বক্ষ - শোভাময়॥
মঞ্জীর মধুর অতি চরণে বাঁধিয়া।
কোমরে রতন পেটী পরেছে আঁটিয়া॥
ললাটে সিন্দুর বিন্দু যেন পূর্ণ শশী।
অলকা চন্দনে আঁকা যেন তারা রাশি॥
ভ্রূ যুগল কাছে তার রামধনু হারে।
ভ্রমরা ভ্রমিয়া মরে নয়ন - পদ্ম ধারে॥
তিলফুল জিনি' নাসা তিলকে শোভিত।
রক্তিম অধরে বৈসে অলিকুল যত॥
কুচযুগ আবরিয়া সবুজ কাঁচুলী।
যাহা দেখি' কৃষ্ণভৃঙ্গ হয় তো আকুলি॥

আজানু-লম্বিত বেণী কুসুমে বাঁধিয়া ॥
এলায়ে দিয়েছে তাহা পৃষ্ঠদেশ দিয়া ॥
ভূমেতে লুটায়ে পড়ে রক্তিম উড়ানি ॥
ঝলকে ঝলকে যার জুড়ায় পরানি ॥
তাহার অঞ্চল এক বাম করে লই ॥
বাম-কটিদেশ ধরে ঈষৎ বাঁকা হঞি ॥
সুগোল দক্ষিণ হস্ত অর্দ্ধ উর্দ্ধ তুলি' ॥
ধরল সুবর্ণ থালা ঘৃত-দীপ জ্বালি' ॥
ঠমকি ঠমকি তবে একের-পা ফেলে ॥
আরম্ভিল নৃত্য লতা আরতীর তালে ॥
সুর-তাল-লয় সহ মঞ্জরীর গণ ॥
ধরল আরতী-গান যুগল-মিলন ॥

গান (নৃত্য)

ধীর সমীর বহে রজনী প্রভাত হয়ে,
রাধা কৃষ্ণ জাগিয়া বিরাজিছে দুজনায়।
নীল গগনে যেন বিজলী চমকে ঘন,
সখীগণ ঘিরেছে যেন চাঁদ তারকায় ॥
এস সখি! এস সখি! ত্বরা করিয়ে,
মঙ্গল আরতি কর দীপ জ্বালিয়ে,
তাথিয়া তাথিয়া থিয়া নাচ ওগো প্রাণপ্রিয়া,
রাধাকৃষ্ণ জয় দিয়া গান গাহ গরিমায় ॥

রুণু ঝুনু রুণু ঝুনু ঘুঙ্ঘুর বাজিছে,
পিয়া - পিউ পিয়া-পিউ পাখী গাহিছে,
ময়ূরা ময়ূরী হেরে মধুরে পেথম ধরে,
মোহিনী মোহনতরে মরমে মরিয়া যায় ॥
হের সখি ! হের সখি ! তুঁহু হাসিছে,
কমল - কাননে যেন মধু ঢালিছে,
নয়নে নয়ন জলে পরাণে পরাণ হানে,
প্রভাত-মিলন গানে সুর ধরে পাপিয়ায় ॥
আহা মরি ! আহা মরি ! রূপ লাবণী,
হরিণী - নয়ন হারে চোখ - চাহনী,
মধুরে মধুর ঢালে অমিয়া পড়েছে গ'লে
মোহন-মূরতি-ভালে মদন মূরছা যায় ॥
জয় জয় জয় জয় জয় গাহ রে,
রাধিকা হৃদয়নাথ শ্যাম কহ রে,
যুগল যুগল মিলে মঙ্গল - আরতী কালে,
সখীগণ, পদতলে নমে রাধা-কালিয়ায় ॥
ললনা - ললিত - কণ্ঠে অমিয়া ঢালিয়া ।
বিলাস-কুঞ্জের ভিতর উঠল মাতিয়া ॥
গানের মূর্চ্ছনা আর বীণার ঝঙ্কার ।
শুনিয়া ভ্রমরাকুল ছাড়ে অহঙ্কার ॥
তালে তালে গোপীগণ গাহিতে লাগিল ।
লতিকা - মঞ্জরী নব্য নৃত্য বিস্তারিল ॥

বদনে মধুর হাসি উঠল ফুটিয়া ॥
নয়নে প্রেমের ধারা বহল ছাপিয়া ॥
ধীর পদক্ষেপে তবে লতিকা সুন্দরী ॥
সম্মুখে আসিল যথা কিশোর-কিশোরী ॥
চারু পায়ে চমৎকার গুঞ্জন করিয়া ॥
ঘুঙ্ঘুর বাজাইল লতা নিজে স্থির হঞা ॥
সর্ব্বাঙ্গে রহয়ে স্থিরে কেবল পা'নড়ে ॥
রুণু ঝুনু রব মিশে বীণার ঝঙ্কারে ॥
ধীরে ধীরে স্বর্ণ থালা তুলিয়া ধরল ॥
নব-দীপ-শিখা-শোভা জ্বলিয়া উঠল ॥
তাহাতে উজ্জ্বল কৈল চারু চন্দ্রানন ॥
রাধাকৃষ্ণ মুখ-শোভা দেখে গোপীগণ ॥
শত শত বধূ-কণ্ঠে জয় জয় ধ্বনী ॥
জয় রাধে ! জয় শ্যাম ! বলিয়া অমনি ॥
লতিকা নাচয়ে ধীরে সুললিত ঠামে ॥
উড়ানী আঁচল কাঁখে ধরিয়া তো বামে ॥
ঘুরিয়া ঘুরিয়া আগে মণ্ডল আকারে ॥
ঠমকে ঠমকে পদ ফেলে ভূমি' পরে ॥
ধীর তাল ছাড়ি' যবে মধ্যম তালেতে ॥
সখীগণ গান ধরে দিয়া তাল হাতে ॥
তবে তো লতিকা পদ দ্রুততর করি' ॥
সহজে নাচিয়া বেড়ায় প্রকাশি' চাতুরী ॥

চারির আকার আগে করল প্রকাশ।
ক্রমে তাহা সর্পাকারে হৈল বিকাশ॥
কখন গজেন্দ্র গতি কভু যে হংসিনী।
কোমর ঢুলায়ে নাচে লতিকা ভামিনী॥
দ্রুত গতি তালে তবে ধরলহ গান।
ডাকিল গোপীকা কণ্ঠে অমিয়ার বাণ॥
চঞ্চল অঞ্জলি - ঘাতে কোন ব্রজবধু।
বাজাইল পাখোয়াজ ঢালি কত মধু॥
শুনিয়া জলদ তাল লতিকা - মঞ্জরী।
নির্ভয়ে লইল থালা নিজ শিরোপরি॥
মধ্যস্থলে আসি তবে দ্রুত পদ চালি'।
দুই করে দুই কক্ষ ধরল আগলি॥
মধুর হেলায়ে অঙ্গ শির রাখি স্থিরে।
নাচিতে লাগল লতা লয়ে দীপ ধীরে॥
কভু কক্ষ ছাড়ি দিয়া দুই হস্ত তুলি'।
অঙ্গুষ্টে স্পর্শিল নিজ তর্জ্জনী অঙ্গুলী॥
মধ্যমা কনিষ্ঠা আর অনামিকা শেষে।
মোক্ষণ করল কত অশেষে বিশেষে॥
চঞ্চল চরণ চলে দ্রুত চলে হাত।
আর অঙ্গ রহে স্থির স্বর্ণ থালা সাথ॥
কভু সর্ব্ব অঙ্গ কাঁপে স্থির রহে পা।
সর্ব্ব অঙ্গ রহে স্থির কুচ নাচে বা॥

কভু বা কোমল কান্তি করিয়া তো স্থির।
শ্রীবাই কেবল নাচে, দীপ রহে ধীর॥
কোমল লতিকা কান্তি নব কিশলয়।
অস্থিশূন্য দেহ তার দেখি' মনে হয়॥
রমণীয় অঙ্গ তার নিজ ইচ্ছা মত।
মোক্ষণ করয়ে তাহে কহিব্বা কত॥
পুনঃ তবে স্বর্ণথালা দীপশিখা সহ।
লইল হাতেতে তাহা জনমিয়া মোহ॥
অলাত চক্রের ন্যায় নাচিতে লাগিল।
তেহাই তালের সঙ্গে থালা রাখি' দিল॥
অপূর্ব্ব স্নেহের সহিত কমল - মঞ্জরী।
কর্পূরের বাতি দিল হাতেতে তাহারি॥
তাহা লই' লতিকা, নৃত্য করি ধীরে।
নির্ম্মঞ্জন করলহ কিশোরী - কিশোরে॥
মঞ্জরী নয়নমণি পরম আদরে।
মালতী ফুলের মালা দুই দিল তারে॥
তাই লই দুই করে লতিকা সুন্দরী।
আরম্ভিল পুনঃ নৃত্য কৃষ্ণচিত্তহারী॥
পুলকে ভরল অঙ্গ কাঁপে থর থর।
দুই নেত্রে বহি বারি ঝরে ঝর ঝর॥
অতিদ্রুত তাল সঙ্গে সখীগণ গায়।
লতিকা চালয়ে পদ, দেখা নাহি যায়॥

কভু চক্র, কভু সর্প বিভিন্ন আকারে।
কভু ডাইনে কভু বামে নানা ভঙ্গি করে' ॥
সম্মুখে আগয়ে কভু পশ্চাতে চলিয়া।
নাচিতে নাচিতে লতা উন্মত্ত হঞা ॥
অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে তবে দিল শূন্য ছাড়ি'।
ঘুরিতে ঘুরিতে মালা আচম্বিত করি' ॥
রাধাকৃষ্ণ - গলদেশে পড়ল তো গিয়া।
ললিতাদি সখীগণের আনন্দিত হিয়া ॥
লতিকা-মঞ্জরী এবে হঞি নত শিরে।
রাধাকৃষ্ণ পদতলে প্রণমিল ধীরে ॥
সহাস্যে কহল কৃষ্ণ আদরেতে তারে।
এই মত নিত্য নব্য নৃত্য করিবারে ॥
প্রসন্না হঞা তবে রাধা সুবদনী।
চর্ব্বিত তাম্বুল তারে তুষিলা আপনি ॥
আপন কণ্ঠের মালা ললিতা আদরে।
পরায়ে লতিকা - গলে দাসী কৈল তারে ॥
শ্রীরূপ - মঞ্জরী অতি করুণ নয়নে।
চাহয়ে দাসীকা প্রতি প্রসন্ন বদনে ॥
কমল-মঞ্জরী সুখে করে আশীর্ব্বাদ।
নিকটে টানিয়া লইল ধরি' তার হাত ॥
শ্রীগুণ - মঞ্জরী দেখি' লতিকার গুণ।
বক্ষেতে আগরি রাখে হইয়া করুণ ॥

আর আর সখী তথা মঞ্জরীরগণ।
লতিকা ভাগ্যের কথা করে আলাপন ॥
মঞ্জরী নয়নমণি গরবে ভরিল ॥
আপন দাসীকে নিজ পার্শ্বে বসাইল ॥

হেনকালে মিষ্টদ্রব্য তুলসী-মঞ্জরী।
কস্তুরী-মঞ্জরী আর আনি' যত্ন করি ॥
ধরিল ললিতা-আগে বিবিধ প্রকার।
রাধা কৃষ্ণে অর্পিবারে সেবার সম্ভার ॥
কর্পূর কেলিকা আর অনঙ্গগুটিকা।
স্থূল সন্তানিকা পিষ্ট, দুগ্ধ লড্ডুকা ॥
মাখন মিশিরী আদি আর ক্ষীর সার।
নিশা অন্ত ভোগ যোগ যত উপহার ॥
বৃন্দার ইঙ্গিতে আনি স্বর্ণ থালী ভরি।
দয়িতের হাতে দিল লতিকা মঞ্জরী ॥
দয়িত মঞ্জরী থালি দুহাতে ধরিয়া।
শয্যা পার্শ্বে দাড়াইল পুলকিত কায়া ॥
শ্রীগুণ মঞ্জরী ধুই সুবাসিত নীরে।
দুহু মুখ মুছাইল পাতলক চীরে ॥
শ্রীরূপ মঞ্জরী রতি তুলিয়া তুলিয়া।
দোহাকার মুখে দেন স্নেহে আদ্র হিয়া ॥

প্রিয়তম মুখে দেন নিজ হাতে প্রিয়া।
প্রেষ্ঠ সখী মুখে দেন অঞ্চলে টানিয়া॥
অনঙ্গ গুটিকা শ্যাম অধর স্পর্শিয়া।
দয়িত মঞ্জরী মুখে দিলেন গুজিয়া॥
চতুর নাগর প্রিয়া ঈঙ্গিত বুঝিয়া।
বেকুবের প্রায় ক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া॥
দৃঢ় করি' বেণী-মূল ধরি বাম হাতে।
অধর চিবুকে ধরি' দংশিলা নির্ঘাতে॥
উঁহু উঁহু করি' দেবী মুখ খুলি' দিল।
মুখে মুখ দিয়া শঠ কাড়িয়া খাইল॥
হাতে তালি দিয়া হাসে যত সখীগণ।
খিল খিল করি হাসে নাগর রতন॥
কুটিল নয়নে দাসী রাধাকে ভৎর্সিলা।
শঠ হাতে কেন মোরে এত দুঃখ দিলা॥
প্রিয়া কহে শত বার দিয়াছ লাঞ্ছনা।
অবসর পেয়ে কিছু দিলাম দক্ষিণা॥
দয়িত মঞ্জরী কহে, নকুল-অঙ্গনা!
দংশিলে ভুজঙ্গ বিষ কদাপি চড়ে না॥
স-তিল-তুলসী দিয়া সঁপিয়াছি প্রাণ।
দাসিকা বলিয়া বুক ভরি অভিমান॥
সখীত্বে করিয়া শত সহস্র প্রণাম।
দাসিত্বে বিকায়েছি প্রাণ বিনা কোন দাম॥

সরলা অবলা তাতে অতিশয় বালা।
আমা সনে অনুচিত বারাবারি খেলা॥
এতেক কহিতে আঁখি করে ছল ছল।
গণ্ডস্থল বহি' পড়ে বিন্দু বিন্দু জল॥
করুণা বারিধি রাধা হৃদয় তরলে।
অতি স্নেহ ভরে মুখ মুছিলা অঞ্চলে॥
কি ধন আছয়ে মোর, ঋণ শোধিবারে।
অহৈতুকী প্রীতি রসে কিনিলে আমারে॥
পরস্পর প্রীতি দেখি' নাগর অবাক্।
বিস্ময় রসেতে ভরে হৃদয় তরাগ॥
আল বাটি হাতে নিয়ে লতিকা মঞ্জরী।
সম্মুখে দাড়ায়ে আছে স্থির তো বিজুরী॥
প্রফুল্লিত অঙ্গ যেন বনের বল্লরী।
দুহু মুখ সুধা পিয়ে তৃষিত চকোরী॥
গণ্ডুষে গণ্ডুষে মুখ দুহু প্রক্ষালিল।
সুচিক্কণ পাতল চিরে মুখ মুছাইল॥
শ্রীরূপ মঞ্জরী বিটি দুহু মুখে দিল।
চর্ব্বিত তাম্বুল বাঁটে সগণে খাইল॥
এই মত রঙ্গরসে সখীগণ সনে।
মাতিয়া রহল শ্যাম রাধা লয়ে বামে॥
কত রাত্রি আছে তার কিছু নাহি জানে।
রহিল প্রেমের বন্যা, বাঁধা নাহি মানে॥

নিশি শেষ দেখি' বৃন্দা হঞা অধীরে।
শারীকে কহয়ে সুখ-স্বপ্ন ভাঙ্গিবারে ॥
শারী কহে, হয়ো নাক নিঠুরা মো' প্রতি।
সহজে কোমলা অতি অবলার জাতি ॥
কেমনে কহ তো তবে হইব কঠিনে।
ভাঙ্গিতে মিলন-সুখ কুঞ্জের এক্ষণে ॥
সখীগণ সহ হের মোর রাধাশ্যাম।
হাস্য-পরিহাসে মত্ত মহাসুখধাম ॥
নারিব নারিব মুঞি নহি গো নিঠুরা।
জিজ্ঞাসহ পুরুষেরে কঠোর যাহারা ॥
শুক প্রতি বৃন্দা তবে কহয়ে তো বাণী।
কুঞ্জলীলা ভঙ্গ কর নিশি শেষ জানি ॥
শুক কহে, ওগো বৃন্দে! করহ বিচার।
পুরুষ বলি' নাহি কি গো হৃদয় আমার ॥
যদিও পুরুষ-জাতি কঠিন বাহিরে।
তথাপি জানিহ তার হৃদি অন্তঃপুরে ॥
প্রেমের সলিল ধারা সতত বহয়ে।
ফল্গুনদীর স্রোত অজ্ঞ না জানয়ে ॥
কোমলা লতিকা সম ললনা সদয়।
নারিকেল-ফলতুল্য পুরুষ হৃদয় ॥
প্রপক্ক গলিত আম্র সম নারীমন।
পুরুষ পরাণ জে'ন পনস যেমন ॥

কুসুম কলিকা সম কামিনীর প্রাণ।
কু-পুরুষ পরাণ নহে কেবল পাষাণ॥
মধুচক্রে মধু যথা গোপনেতে আছে।
তেমতি হৃদয় কথা পুরুষ না প্রকাশে॥
তবে যদি শ্যামগুণ-গান গাহিবারে।
আদেশ করহ, বৃন্দে! পারি সাধিবারে॥
তাহে যদি রাধাশ্যাম গৃহে ফিরি' যায়।
কোন দোষ না স্পর্শিবে তাহাতে আমায়॥
শুনিয়া শুকের যুক্তি হরষিত অতি।
শারী কহে, রাধা গুণে হরে মোর মতি॥
বকুলের ডাল এক কুঞ্জের উপরে।
দুঁহু যাঞি' তদুপরি' বসিল তো ধীরে॥
তবে শুক কহে, 'শারি! শোন ওগো মোর।
শ্যামের গুণের গাথা হঞা বিভোর॥
শারী কহে, রাধাগুণ গাহিব তো আমি।
বিবশ হঞা তাহা শুনিবে গো তুমি॥
রাধাকৃষ্ণ গুণগ্রাম কহে শুক-শারী।
গালে হাত দিয়া বৃন্দা শুনে প্রাণ ভরি'॥

শুক কহে, শ্যাম মোর সুন্দর কেমন।
প্রণমামি পদে, ওহে শ্রীনন্দনন্দন!

সুরম্য কোমল অঙ্গ যেন নবনীত।
হেরিলে শীতল প্রাণ, বিগলিত চিত॥
মহাতেজা বলবান্ শ্রীনন্দকিশোর।
সর্ব্ব সুলক্ষণযুক্ত বয়সে কিশোর॥
বিবিধ-অদ্ভুত-ভাষা-জ্ঞানী সত্যবাক্।
হৃদয় জুড়ায়ে যায় শুনি' প্রিয়বাক্॥
বাক্‌পটু কৃষ্ণ মোর পরম পণ্ডিত।
বিদগ্ধ-নাগর বলি' জগতে বিদিত॥
সুদক্ষ, কৃতজ্ঞ, আর চতুর মহান্।
দৃঢ়ব্রত, প্রতিভাশালী, আর ধৃতিমান্॥
বদান্য, গম্ভীর, ধীর, স্থির, ক্ষমাশীল।
কলকণ্ঠ কথা যেন বসন্তে কোকিল॥
করুণ, দক্ষিণ, শূর, মানদ, বিনয়ী।
সৌম্য চরিত তার প্রেমিকে প্রণয়ী॥
শরণাগত - পালক, সর্ব্ব-শুভকারী।
ভক্ত-বন্ধু, প্রেমবশ্য, নারী-মনোহারী॥
ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্য-আর ঔদার্য্য আধার।
অনন্ত গুণের গাথা বর্ণে সাধ্য কার॥
সর্ব্ব-সিদ্ধি - নিষেবিত অগাধ চরিত।
নব নব রসধাম শাস্ত্রেতে বর্ণিত॥
সতত-স্বরূপ-প্রাপ্ত সচ্চিদানন্দ রূপ।
অখিল রসের সার সদা রসকূপ॥

কল্লোল-বারিধি-লীলা সর্ব্বচিত্তহারী।
অতুল্য প্রেমের দ্বারে শৃঙ্গার-রস-ধারী ॥
মুরলীর তানে মোহে যত ব্রজনারী।
সুঠাম সৌন্দর্য্য তার রাধাবশকারী ॥
কি কহব, শারি রে! কৃষ্ণের মহিমা।
অনন্ত অনন্তমুখে দিতে নারে সীমা" ॥
শুনিতে শুনিতে প্রাণ—প্রিতমের গুণ।
প্রেমেতে বিবশ রাধা ধরা ভেল শূন ॥
কুঞ্জ মধ্যে প্রিয় পার্শ্বে স্থির না পাঞা।
কান্ত-অঙ্গে কান্তা তবে পড়ল ঢলিয়া ॥

বাহিরে বকুল ডালে শারী তবে গাহে।
রাধিকা-গরিমা-গান কৃষ্ণমন মোহে ॥
নবীনা, মধুরা রাধা চঞ্চল-নয়না।
চম্পক-বরণা তিঁহ সুহাস্য বদনা ॥
সুন্দর সৌভাগ্য-রেখা হস্তপদ তলে।
যাহা দেখি' দেব দেবী যায় সব ভুলে ॥
কৃষ্ণোন্মাদিনী রাধা অঙ্গের সৌগন্ধে।
বদনকমল-শোভায় করে কৃষ্ণ অন্ধে ॥
সঙ্গীত-সারজ্ঞা রাধা সৌন্দর্য্যের সার।
মধুর ভাষিণী রাধা ঢালে মধু ধার ॥

নর্ম্ম গুণে পণ্ডিতা পরমা চতুরা।
বিনীতা সুশীলা তিঁহ প্রেমেতে বিধুরা॥
পাঠবান্বিতা রাধা লজ্জা-সুশোভনা।
সুমর্য্যাদা, ধৈর্য্যযুক্তা মূর্ত্তই করুণা॥
সুবিলাসা রাধা মোর পরম গম্ভীরা।
মহাভাবময়ী তিঁহ সর্ব্বোৎকর্ষে স্থিরা॥
গোকুল-প্রেমের রাধা জীবন্ত-মূরতি।
উদ্দীপ্ত এমন যশঃ না মিলে জগতি॥
গুরুজনে অর্পিতমনা গুরু-স্নেহবতী।
সতীগণ-শিরোমণি আর কুলবতী॥
প্রণয়েতে বশীভূতা নিজ-সখীজনে।
প্রেমেতে বিবশ করে কৃষ্ণ-মন-প্রাণে॥
কৃষ্ণকান্তাগণ মধ্যে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ যিঁহ।
মোহন-মোহিনী রাধা কুঞ্জেশ্বরী তিঁহ॥
গোবিন্দানন্দিনী রাধা প্রেমের মূরতি।
তাঁহার চরণে সদা সখী রাখে মতি॥
কৃষ্ণনামে, কৃষ্ণধামে, কৃষ্ণপ্রেমে মতি।
রহয়ে সতত রাধা বিবশেতে ভাতি॥
হেন রাধা-পদ সেবা সদা করে যিঁহ।
অবশ্য কৃষ্ণের দয়া লাভ করে তিঁহ॥

শুনিয়া শারীর বাক্য প্রেম উথলিল।
কৃষ্ণের সকল অঙ্গ বিবশ হইল॥
নয়ন মুদিয়া আইল কথন সরসে।
যদ্যপি মজিয়াছিল হাস্যপরিহাসে॥
রাধা-বক্ষে কৃষ্ণ তবে রাখি' নিজ শিরে।
ভাসিতে লাগিল প্রেম নয়নের নীরে॥
দেখিয়া যুগলরূপ প্রেমেতে বিকল।
শুক-শারী গাহে দোঁহার মিলন-মঙ্গল॥

গান

মিলিল মিলিল আজি যুগল-মিলন।
এ শোভা কহিব কা'রে, কে করে বর্ণন॥
মদালসে অঙ্গ ঢলে,
অমিয়া গিয়াছে গলে,
তমালে জড়ায়ে আছে লতিকা যেমন॥
ডালে যেন দু'টী পাখী,
আবেশে মুদিয়া আঁখি,
আলিঙ্গিত তনু দুঁহু, ভাবেতে মগন॥
শ্যাম-ক্রোড়ে শু'য়ে রাই,
রাধা বক্ষ শ্যাম পাঞি,
নীলপদ্মে শোভা করে থালিকা কাঞ্চন॥

রাধাকৃষ্ণ দুঁহু জন,
কুঞ্জমধ্যে সুশোভন,
শারদ নীলিমাকাশে বিজুরী যেমন ॥
জলে যথা মীনগণ,
দুঁহু মুখ নিরীখন,
করিয়া পরাণ ধরে গোপীকা তেমন ॥
জয় রাধে ! জয় শ্যাম !
গাও মন অবিরাম,
মিলিবে যুগলধন, জীবন-জীবন ॥

শুক-শারী গান শুনি' তবে সখীগণে ।
মুরছিয়া পড়লহ নিজ নিজ স্থানে ॥
বিলাস বৈচিত্র্য হেন প্রেম-উদ্‌ভ্রান্ত ।
নীরব-নিঃস্পন্দ ভৈল নিধুবন প্রান্ত ॥
বিলাস কুঞ্জের মধ্যে হেন প্রেমদশা ।
হেরিয়া চিন্তিতা বৃন্দা, মনে লাগে ত্রাসা ॥
নিরূপায় দেখি' বৃন্দা মনে মনে কহে ।
নিঠুর কক্‌খটী বিনা অন্যের সাধ্য নহে ॥
নিশান্ত মধুর লীলা ভাঙ্গা নাহি যায় ।
না ভাঙ্গিলে গুরুজন জানিবারে পায় ॥
কি করি ! কি করি ! করি' বৃন্দা আদেশিলা ।
"জটিলা !" "জটিলা !" বলি' কক্‌খটী হাঁকিল ॥

বিনা মেঘে বজ্র পাতে যত ত্রাস নহে।
"জটিলা"—নামেতে হৃদে ভীতি-বন্যা বহে॥
বাহিরে কক্‌খটী কহে "জটিলা!" "জটিলা!"
কুঞ্জের ভিতরে তাহা সকলে শুনিলা॥
ধড়ফড় করি' সবে উঠিয়া পড়ল।
শঙ্কাতে দোঁহার বস্ত্র পরিবর্ত্ত হৈল॥
বামকরে কৃষ্ণ তবে রাধা-কর ধরি'।
ধীরে ধীরে কুঞ্জদ্বারে হৈলা আগুসরি॥
বস্ত্রালঙ্কার রাধিকার যাঁহা যত ছিল।
একে একে দাসীগণ সব তুলি' নিল॥
কর্ণতুল কেহ নিল, কেহ ছিন্ন হার।
তাম্বুল-বিটিকা রূপ লইল রাধার॥
চরণ-নূপুর পাঞি' শ্রীরতি-মঞ্জরী।
অঞ্চলে বাঁধিয়া লৈলা হরিষে গুঞ্জরি॥
স্বর্ণবাটী নিল কেহ, কেহ বেণু পুচ্ছ।
মৃগমদ-বাটী লয়, কেহ পুষ্প গুচ্ছ॥
অনঙ্গ-ইঙ্গিতে তবে আলবাটী হেরি'।
আদরে বক্ষেতে রাখে লতিকা সুন্দরী॥
চর্ব্বিত-তাম্বুল-সুধা, কবে গো ঈশ্বরি!
আলবাটী করি' মম মুখে দিবে ভরি'?
এই মত সখীগণ দ্রব্য সব লৈয়া।
কুঞ্জের বাহিরে সবে মিলিল আসিয়া॥

দোঁহে দোঁহা মুখ হেরি' বিচ্ছেদে আকুল।
দু'নয়নে অশ্রু বহে হইয়া ব্যাকুল ॥

দোঁহা দোঁহা আলিঙ্গন করে কতবার !
পুনঃ পুনঃ মুখ চুম্বে, নেত্রে অশ্রুধার ॥

বিলম্বে বিপদ গনি' তবে সখীগণে।
রাধাসহ চলিলা যাবটের পানে ॥

কৃষ্ণ ও চলিল শেষে নিজ-গৃহ-মুখে।
ফিরি' ফিরি' চাহি দেখে প্রিয়ামুখ সুখে ॥

ভাবিতে ভাবিতে দাসী বিশাখা সহিতে।
ঈশ্বরী পশ্চাতে রহি' পেঁছিলা মহলে ॥

নিজ কক্ষে যাঞি' রাই নিদ্রার আবেশে।
শুইলা সোনার খাটে নিশা-অবশেষে ॥

বিশাখা শুইলা যাই' রাধা-পার্শ্ব ঘরে।
লতিকা শুইলা রাই-কক্ষের বাহিরে ॥

আর আর সখীগণ গেলা নিজালয়।
নিশান্তকালে সবে সুখে নিদ্রা যায় ॥

টিপি টিপি পা' কৃষ্ণ যাঞি' নন্দালয়।
সভয়ে পিছন দ্বারে আঘাত করয় ॥

স্বপ্নাবেশে বটু তবে খুলি দেয় দোর।
আপন পালঙ্কে শোয়' কানাই চতুর ॥

রাধা-নীল-উড়ানীতে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া।
আলসে মুদিলা নেত্র যোগনিদ্রা পাঞা॥
রূপ-রতি-পদে নমি' নিশান্ত স্মরণ।
ভকতি-হৃদয়-বন করয়ে মনন॥